BASIRHAT
HIGH SCHOOL

BASIRHAT
HIGH SCHOOL
ALUMNI ASSOCIATION

Programme Outline

January 19, 2019
1 PM Onwards

Inauguration
Planting Ceremony in remembrance of
Jyotirindranath Das

Remembering the Guru
Sharing memories of
Jyotirindranath Das

Debate on Environmental Issues
Participants: Students, Teachers & Alumni

Award Distribution Ceremony
Felicitation of the toppers of Secondary & Higher Secondary Examinations 2018 from Basirhat Municipality

Mime Show
Jogesh Mime Academy, Kolkata

Refreshments

শতবর্ষের আলোকে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশ

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বসিরহাট হাই স্কুল

1919 - 2019

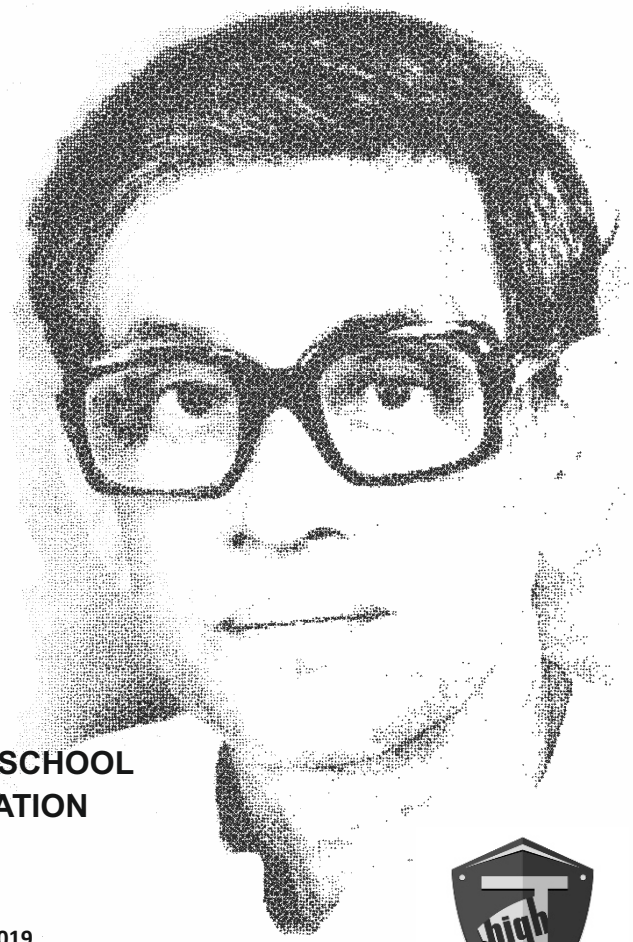

ORGANIZED BY
BASIRHAT HIGH SCHOOL
ALUMNI ASSOCIATION

1 PM ONWARDS
SATURDAY, JANUARY 19, 2019
SATISH CHANDRA MEMORIAL HALL
BASIRHAT HIGH SCHOOL

বসিরহাট হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

পরম শ্রদ্ধেয় ঁজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশ মহাশয়ের

জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান ২০১৯

ORGANIZED BY

BASIRHAT HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION

BHSAA

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ।।

যিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন , তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না । আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত ; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪২ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় বসিরহাট হাই স্কুল । স্কুলের জন্মলগ্ন থেকে যে সকল স্বনামধন্য শিক্ষানুরাগী প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বসিরহাট হাই স্কুল চারাগাছ থেকে মহীরুহতে রূপান্তরিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রয়াত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় । আপামর বসিরহাটবাসী এবং ছাত্ররা তাঁকে "যতিনবাবু স্যার" বলেই সম্ভাষণ করে ।

যতিনবাবু জন্মেছিলেন আজ থেকে একশো বছর আগে ১৯১৯ সালের ১লা জানুয়ারী । জন্মস্থান - তৎকালীন পূর্ববঙ্গ , বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্যামনগর থানার মামুদপুর গ্রাম ।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র । খুলনা জেলা স্কুল থেকে লেটার মার্কস নিয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপন কলেজ থেকে I.Sc তে প্রথম শ্রেণি পেয়ে উত্তীর্ণ হন । তারপর জুলজি-তে অনার্স নিয়ে B.Sc পাশ করেন । এরপর তিনি সায়েন্স কলেজে বিজ্ঞান ও ভূ-বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ কোর্স করেন । তিনি প্রথমে খুলনা জেলার নকিপুর হাই স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষকরূপে যোগ দেন । তারপর ১৯৪১ সালে বসিরহাট হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদান করেন । ১৯৭৭-এর ডিসেম্বরে তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে বৃত হন । দীর্ঘ ৪২ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষকতা করার পর ১৯৮৩ সালে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ।

আদর্শ শিক্ষকরূপে তিনি যেমন ছাত্রদের হৃদয়ে জ্বেলে দিয়েছিলেন জ্ঞানের প্রদীপ , তেমনি নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক যোগ । বৃক্ষলতা , তরুগুল্মাদির প্রতি ছিল তাঁর অমোঘ আকর্ষণ । তাঁর নিজের হাতে লাগানো দারুচিনি, মেহগিনি, রাবার, আঙুর, নাগকেশর প্রভৃতি নানা দুষ্প্রাপ্য গাছের অনেকগুলি আজও স্কুল প্রাঙ্গণকে সুশোভিত করছে ।

খেলাধুলার প্রতিও ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা । তাঁর অসংখ্য কৃতী ছাত্র যেমন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন, তেমনি বহু ছাত্র শুধু বাংলার নয় , সমগ্র ভারতের ক্রীড়া জগৎকে উজ্জ্বল করেছেন । ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই শুধু নয়, বসিরহাট হাই স্কুলের আজ যে বিপুল আয়তন, তা গড়ে তোলায় তাঁর অপরিসীম অবদান অনস্বীকার্য ।

কালের নিয়মেই আজ আর তিনি নেই, কিন্তু যতদিন বসিরহাট হাই স্কুল থাকবে, স্কুলের ছাত্রধারা অব্যাহত থাকবে, ততদিন আমাদের যতিনবাবু স্যারের উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকবে । তিনি কোনদিনই আমাদের হৃদয় থেকে বিস্মৃত হবেন না ।।